রাজানক কুন্তকাচার্য্যের

বক্রোক্তিজীবিত

[মূল, বঙ্গানুবাদ, বিস্তৃতব্যাখ্যা ও টিপ্পনী-সমেত]

রবিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. গোল্ডমেডালিষ্ট

ঈশান স্কলার, পি. এইচ্. ডি, সংস্কৃত বিভাগ,

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

৩৮, বিধান সরণী, কলকাতা-৬

নিবেদন

সে আজ প্রায় তিরিশ বছর আগেকার কথা। প্রখ্যাত ধ্বন্যালোক গ্রন্থের মূল ও অভিনবগুপ্তের লোচনটীকার বঙ্গানুবাদ ও টিপ্পনী অধ্যাপক সুবোধ সেনগুপ্ত ও পণ্ডিতবর কালীপদ ভট্টাচার্য্য বের করেছেন। আমরা তখন কলেজের ছাত্র। সংস্কৃত অলংকার গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ও আলোচনা বাংলা হরফে পেয়ে বাংলাভাষী জনসাধারণ মহাখুশী। সে সময় থেকেই সাহিত্যরস-পিপাসু বাংলাভাষী অপর এক সুপ্রসিদ্ধ মহাগ্রন্থ কুন্তকাচার্য্যের বক্রোক্তিজীবিতের বঙ্গানুবাদ ও আলোচনার জন্য উৎসুক হয়ে পড়েন। কুন্তকাচার্য্য প্রকৃত সাহিত্যসহৃদয়, সুললিত তাঁর কারিকা শ্লোক, তাঁর গদ্যরচিত বৃত্তিও অতীব প্রাঞ্জল; কিন্তু জায়গায় জায়গায় কোন কোন গদ্যপঙ্‌ক্তি এত বিরাট যে তার যথাযথ অনুবাদ সত্যই দুরূহ। আমার ইচ্ছা হল বক্রোক্তিজীবিত নিয়ে বাঙ্‌লায় কিছু লেখালেখি করি। বঙ্গানুবাদ যথাযথ ও প্রাঞ্জল করাটা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। আমার অধ্যাপক শ্রীহেমন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের শরণাপন্ন হলাম। স্নাতকোত্তর শ্রেণী থেকে পি. এইচ্. ডি. গবেষণা সব বিষয়ে অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় আমাকে সাহায্য করেছেন। অধ্যয়নে এ বয়সেও প্রচণ্ড ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও ছাত্রের মনোবাসনাকে পূরণ করতে তিনি রাজী হলেন। রাত্রিদিন প্রচণ্ড পরিশ্রম করে আমার সংস্কৃত ঘেঁষা বাংলাকে মার্জিত করে দিলেন। তাঁর এরূপ অকৃপণ ও উদার সাহায্য ছাড়া আমার পক্ষে বক্রোক্তিজীবিতের বঙ্গানুবাদ বের করা কখনই সম্ভব হত না। আজীবন সাহিত্যসেবী ও প্রখ্যাত সমালোচক ডক্টর রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তকে বক্রোক্তি-জীবিতের বিষয়ে বলার সাথে সাথে উনি বইয়ের ভূমিকা ও অনুবাদের নমুনা দেখতে চাইলেন। সব কিছু দেখে তিনি ভূমিকা লিখতে রাজী হলেন। তাঁর এই ভূমিকা আমার এ প্রচেষ্টাকে নিশ্চয় গৌরবান্বিত করেছে। তাঁর কাছে আমি অশেষ ঋণ স্বীকার করি।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা প্রবিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সংস্কৃত বিভাগের তৎকালীন অধ্যক্ষ ডঃ ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ও ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীঅমলচন্দ এ বইয়ের

প্রকাশনার ব্যাপারে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে আর্থিক সাহায্য দান করতে সুপারিশ করেছিলেন। তাঁদের সুপারিশ বিবেচনা করে যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পাঁচ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য মঞ্জুর করেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আমি এজন্য ধন্যবাদ জানাই।

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডারের স্বত্বাধিকারী শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য অনেক ঝুঁকি নিয়ে এ-বই প্রকাশনে রাজী হন। এজন্য তাঁকেও আমি ধন্যবাদ জানাই। সাহিত্যরসপিপাসু জনসাধারণকে বিন্দুমাত্র আনন্দ দিতে পারলে আমার বর্তমান এ প্রচেষ্টাকে সার্থক মনে করব।

সংস্কৃত বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
বুদ্ধপূর্ণিমা, ১৩৯২

রবিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়